প্রবাদ-প্রবচন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সংজ্ঞা : প্রবাদ-প্রবচন হচ্ছে জ্ঞান, কথার আকর বা ভান্ডার। সহজ কথায় 'প্রবাদ' এর 'প্র' অর্থ বিশেষ আর 'বদ' অর্থ হলো কথা অর্থাৎ প্রবাদ মানে হলো বিশেষ ভাব বা কথা প্রকাশক বিশিষ্ট বাক্য। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সহজ জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা দ্বারাই প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ বোঝা যায়। প্রবাদ-প্রবচনের ব্যুৎপত্তি কোনো পার্থক্য নেই। প্রবাদ এর মূল 'বদ' ও প্রবচনের ধাতু 'বচ্' নির্দেশ করে বলা। অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ উক্তি।

মনীষী বেকনের মতে, 'gems of wisdom, the genius, wit and spirit of nation.'

ল্যাটিন শব্দ 'proverties' থেকে ইংরেজি 'proverb' (প্রবাদ) শব্দটির উৎপত্তি। প্রবাদকে গ্রিক ভাষায় বলে 'paroemia' স্প্যানিশ ভাষায় এর নাম 'Refran' ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবাদের সংস্কৃত পরিভাষা– আভানক, পায়োবাদ ও লৌকিক গাঁথা। হিন্দিতে 'মহবরে' (প্রবাদ) ও 'কহাবতে' (প্রবচন)।

বিভিন্ন শ্রেণির প্রবাদ-প্রবচন :

০১. নীতিকথামূলক। যেমন : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
০২. ইতিকথামূলক। যেমন : ধান ভানতে শিবের গীত।
০৩. সাধারণ অভিজ্ঞতাবাচক প্রবাদ। যেমন : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
০৪. মানবচরিত্র সমালোচনামূলক। যেমন : গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
০৫. প্রসিদ্ধ ঘটনামূলক প্রবাদ। যেমন : লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।
০৬. সামাজিক রীতিনীতি জ্ঞাপক প্রবাদ। যেমন : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।
০৭. ঘটনা বা কাহিনিমূলক প্রবাদ। যেমন : বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।
০৮. সমার্থক প্রবাদ। যেমন : চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি।
০৯. পরস্পর বিরোধী প্রবাদ। যেমন : দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। বনাম, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

কতিপয় প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত

অ

অর্চনের ধন চর্বণে যায়	অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যয়ে নষ্ট হয়।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	অসৎ মতলব লুকানোর কৌশল হিসেবে ভক্তির আতিশয্য।
অসারের তর্জন গর্জন সার	অক্ষম হাঁকডাক করতেই ওস্তাদ, তাকে দিয়ে কাজ হয় না।
অতি দর্পে হত লঙ্কা	অহঙ্কার পতনের মূল।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভ করতে গিয়ে সব কিছু হারানো।
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অতিরিক্ত লোকের পাণ্ডিত্যের কারণে কাজ নষ্ট।
অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়	ভাগ্য যার খারাপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় না।
অল্প পানিতে পুঁটি মাছ ফরফর করে	যাদের বিদ্যা সামান্য তারাই বেশি বিদ্যা ফলাতে যায়।
অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়	কঠিন কাজ ফেলে সহজ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।
অজগরের দাতা রাম	ঈশ্বরই দীন-দুঃখের রক্ষক।
অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে	অনভ্যস্ত কাজে কষ্টবোধ করা।
অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে	বৃথা ব্যয় করলে ধনহীন হতে হয়।
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ	পরিষ্কার করে কোনো কথা না বলা।
অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া	মহতের আশ্রয়ই বাঞ্ছনীয়।

আ

আটে-পিঠে দড়, তো ঘোড়ার পিঠে চড়	যোগ্যতা অর্জন করেই কাজে নামা উচিত।
আগাছার বড় বাড়	অকাজের লোকের হাঁকডাক বেশি।
আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠনঠন্	আড়ম্বর ও আয়োজনে বাড়াবাড়ি, কিন্তু কাজে একেবারে ফাঁকি।
আঠারো মাসে বছর	দীর্ঘসূত্রিতা, সময়-সচেতনতার অভাব।
আপন কথাই পাঁচ কাহন	কেবল নিজের প্রসঙ্গ ও প্রশংসা।
আদার বেপারীর জাহাজের খবর	সামান্য লোকের বড় কাজে মাথা ব্যথা।
আমড়া গাছে আম হয় না	মন্দ লোকের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না।
আপনি শুঁতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে	অন্যের দয়ায় জীবনধারণ করে আবার অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা।
আঙ্গুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া	ক্ষুদ্র চেষ্টায় বৃহৎ কর্ম সম্পাদনের প্রয়াস।
আড়াই আঙ্গুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি	সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা।
আদরে ভোজন, কী করে ব্যঞ্জন	প্রীতিতেই পেট ভরে।
আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ	বিদ্বান লোক যেখানে নেই সেখানে স্বল্পবিদ্যা লোকই পাণ্ডিত্য জাহির করে।
আদা শুকালেও ঝাল যায় না	স্বাভাবিক ধর্ম কোনো কালেই লোপ পায় না।
আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই	করায়ত্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যায়।

ই, ঈ

ইল্লুত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে	স্বভাব সহজে বদলানো যায় না।
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়	কাজেব্রতী হলে একটা না একটা উপায় বের হবেই।
ইঁদুরে চেনে না ভাগবত পুঁথি	মূর্খ ব্যক্তি মানীর মান বোঝে না।
ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়	যেমন কাজ তেমন তার ফল।
ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দানি	বাইরে বড়মানুষী চাল দেখানো।
ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ	সামান্য বা নীচ কার্য থেকে মহৎ কাজ পর্যন্ত করতে পারা।
ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন/ তবে ঘরে বসে কীর্তন শুনবো	ক্ষুদ্র অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য নিজের বৃহৎ অনিষ্ট সহ্য করার ইচ্ছা।

উ

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ	প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে বাধ্য হয়ে কোনো সৎকার্য করা।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো।
উচোট খেয়ে প্রণাম	দায়ে পড়ে কোনো ভালো কাজ করা।
উদবিড়ালে মাছ ধরে, খাটাশে তিন ভাগ করে	একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে।
উলুবনে সাঁতার দেওয়া	নির্বুদ্ধিতার কাজ করা।
উলটে চড়া মশান গাঁয়ে	অপরাধ স্বীকার না করে ধর্মকাহিনি শোনানো।

ঊ

ঊনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল	অল্প আহার স্বাস্থ্যকর, ভরাপেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর
ঊন পাঁজুরে বরা পুরে	লক্ষ্মী ছাড়া বা শকুনখোর, দুশ্চরিত্র
ঊনো বর্ষা দুনো শীত	অল্প কাজে অধিক লোভ

এ

এক ক্ষুরে মাথা কামানো	একই স্বভাবের দোষে দোষী।
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ একবারই আসে না।
একে নাচুনি বুড়ি তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি	ইন্ধন জোগানো।
এক ঢিলে দুই পাখি মারা/ওস্তাদের মার শেষ রাতে	যোগ্য লোকের পরিণামে সাফল্য লাভ।
এঁটো খায় মিঠার লোভে, যদি এঁটো মিঠা লাগে	লাভ না থাকলে লোকে নীচ কর্ম করে না।
এক আঁচড়ে চেনা যায়	সামান্য চিহ্নেই ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাগুণ বোঝা যায়।
এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না	পর কখনো আপন হয় না।
এক পা জলে, এক পা স্থলে	কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।
এক রক্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি	বস্তু সামান্য হলেও কার্যকর হয়।
এলো শ্রাদ্ধের শুঁতো দক্ষিণা	শৃঙ্খলাহীন কাজে লাভ না হয়ে লোকসান হয়।

CamScanner

ও, ঔ

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে	আকস্মিকভাবে বড় বিস্ময় সম্পাদনের চেষ্টা।
ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে	যোগ্য লোক পরিণামে কার্যসিদ্ধি করবেই।
ওঝার ব্যাটা বনগরু	পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।
ওঝার ঘাড়ে বোঝা	যে বিপদের প্রতিকার করে সে-ই বিপদে পড়ে।
ওল, কচু, মান, তিনই সমান	সবগুলোই তুল্য-মূল্য।
ঔষধ ধরেছে	ফল ফলতে আরম্ভ করা।
ঔষধার্থে সুরাপান	বিশেষ সংকটে পড়ে অবৈধ কাজ করা।

ক

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে করে রা	নিজের স্বভাব কেউ বদলাতে পারে না।
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা	অল্প বয়সেই স্বভাব নষ্ট হওয়া।
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন	অযোগ্যের বিপরীত নামকরণ।
কাকের মাংস কাকে খায় না	স্বজন বা স্বগোত্রের প্রতি অনুরাগ।
কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস	ছোটোকাল শিক্ষার সময়, বড়োকালে অসম্ভব।
কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো	নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করা।
কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে	সাধারণের পরামর্শও উপকারে আসে।
কাজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা	হতভাগ্য।
কাঙালের ঘোড়া রোগ	দরিদ্রের সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয়বহুল সাধ।
কিল খেয়ে কিল হজম	প্রতিশোধ না নিয়ে অপমান সহ্য করা।
কন্টক বিনা কমল নাই, কলঙ্কশূন্য চন্দ্র নাই	জগতের কিছুই নির্দোষ নয়।
কথার গুণে বার্তা নষ্ট	বলবার দোষে উদ্দিষ্ট বিষয় ফলদায়ক না হওয়া।
কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি?	যেখানে সকলেই মন্দ, সেখানে মন্দ লোক বাছা চলে না।
কষ্ট দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে ভোজন	কষ্ট দিয়ে দান করলে গ্রহীতার মনে সুখ হয় না।
কাঁচা গুয়ে ঢিল মারা	অপ্রীতিকর কার্যে লিপ্ত থাকলে, নিজেরই ক্ষতি হয়
কাঁটা গাছের তলায় থাকা	সর্বদাই শঙ্কিত ও অসুখী থাকা
কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি	কাজ হাসিল করে আনন্দ করা
কাঙ্গালের ঠাকুর ব্যাধি	অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা
কামারের কাছে ছুঁচ বেচতে আসা	চতুর লোকের কাছে চালাকি করতে যাওয়া
কায়েতের ঘরে বিড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে	কায়স্থ ঘরে সকলেই কিছু না কিছু লেখাপড়া করে
কাপড় হলে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা	অদৃষ্টে অনিষ্ট থাকলে, মিত্রও শত্রুতে পরিণত হয়
কেউ মরে, কেউ হরি হরি বলে	একের দুঃখে অন্যের আনন্দপ্রকাশ
কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই	একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করা

ক্ষ

ক্ষুধা পেলে দুহাতে খেয়ে যায়	জঠর জ্বালা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে
ক্ষুধার চোটে পাটকিলে কামড়	ক্ষুধার জ্বালায় অভক্ষ্যও খেতে বাধ্য হওয়া
ক্ষুরের ধার ছুঁতে কাটে	তীক্ষ্ণধার বস্তু স্পর্শ করামাত্রই কাটে
ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে	চাষের কাজে দুঃখ দূর হয়
ক্ষেপই হারে, জনম হারে না	মানুষ একবারই ঠকে, সারাজীবন ঠকে না

খ

খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে	প্রবলের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বল শক্তির দাপট দেখায়।
খুঁচিয়ে ঘা করা	পুনরায় খারাপ অবস্থা সৃষ্টি করা।
খাল কেটে কুমির আনা	সর্বনাশ ডেকে আনা।
খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা	শক্তিহীন করে অত্যাচার করা।
খাট ভাঙ্গলে ভূমিশয্যা	অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
খায় মালসাট মেরে, উঠে হাঁটু ধরে	পেটুকের লক্ষণ।
খুঁটি না থাকলে ঘর আপনি পড়ে	সহায় না থাকলে সংসারে উন্নতি করা যায় না।
খোশ খবরের ঝুটাও ভালো	সুসংবাদ মিথ্যা হলেও শুনতে সুখজনক।
খোষে তৈল নাই, কলাবড়ার সাধ	যা অবস্থার সাথে মিলে না, তা আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায়।
খালি কলসি বাজে বেশি	অন্তঃসারশূন্য

গ

গরিবের ঘোড়া রোগ	অক্ষমের অতিরিক্ত প্রত্যাশা।
গরু মেরে জুতো দান	গুরুতর ক্ষতি বা অপমানের পর সামান্য কিছু দিয়ে অপরাধ কাটানোর চেষ্টা।
গতস্য শোচনা নাস্তি	বিগত বিষয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই।
গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা	যার জিনিস তাকেই দান করা।
গাছেরও খাবেন তলারও কুড়াবেন	দুদিকেই লাভ করার চেষ্টা করা।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি	কাজ শুরু করার আগেই ফলপ্রাপ্তি।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	যার কর্তৃত্ব কেউ পছন্দ করে না, অথচ সব কাজেই সে কর্তৃত্ব করতে চায়।
গো মড়কে মুচির পার্বণ	একের ক্ষতিতে অন্যের লাভ।
গোদের উপর বিষফোঁড়া	কষ্টের উপর কষ্ট।
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না	পরিচিত যোগ্য গুণীও মর্যাদা পায় না।
গাছে তুলে মই কাড়া	সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা।
গোবর দিয়ে ঘাস এলানো	মুখে কিছু না বলে কাজের দ্বারা অনিষ্ট করা।
গোনা গরু বাঘে ধরে না	সাবধানের বিনাশ নেই।

ঘ

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়	বিগত বিপদের কথা স্মরণ করে অনুরূপ বিপদের ভয়ে কাতর।
ঘটি ডুবে না নামে তাল পুকুর	অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	বিনা পারিশ্রমিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হওয়া।
ঘাড়ের ভূত নামানো	দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করা।
ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া	উপরওয়ালাকে অতিক্রম বা অগ্রাহ্য করে কার্য উদ্ধারের চেষ্টা করা।
ঘোড়ার ঘাস কাটা	বৃথা কাজে সময় ক্ষেপণ করা।
ঘন্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইথু পুজোয় ঢাক	কার্যানুরূপ ব্যবস্থা না করে বিপরীত ব্যবস্থা করা।
ঘরে ছুঁচোর কীর্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন	ঘরে অন্ন-সংস্থান নেই, বাইরে বড়লোকি দেখানো।
ঘরে নাই অষ্টরম্ভ, বাহিরে কোঁচা লম্বা	গৃহে অন্ন নাই, বাইরে সরগরম।
ঘরে নাই দশটি, পথে পথে ফষ্টি	ঘরের অবস্থা গোপন করে বাইরে ফূর্তি করে বেড়ানো।
ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত	অন্নহীনের বাহিরে আস্ফালন।

চ

চামচিকে আবার পাখি	বাহ্যিক আকার বড় দেখালেই বড় হয় না।
চালুনি বলে সুঁচ তোর দেখি ছ্যাদা	নিজের দোষ সত্ত্বেও অপরের সামান্য দোষের সমালোচনা করা।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	সবার আগে নিজের নিরাপত্তা।
চেনা বামুনের পৈতে লাগে না	পরিচিত ব্যক্তিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে না।
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি	অসাধু লোককে উপদেশ দান বৃথা।
চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা	অসজ্জন লোক অসজ্জন লোকেরই সমর্থন পায়।
চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ	অস্থায়ী প্রণয়।
চাচা বলো কাকা বলো, কলাটি পাঁচ কড়া	আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও আপন স্বার্থ না ছাড়া।
চাষা কি জানে মদের স্বাদ	নীচ কখনো উচ্চ বিষয় বুঝতে পারে না।
চিঁড়ের বাইশ ফের	সহজ বিষয় ক্রমে জটিল করে ফেলা।
চিনির পুতুল	সামান্য পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়া।
চিল পড়লে কুটাটাও নিয়ে ওঠে	শত্রু কোনো ক্ষতি না করে ক্ষান্ত হয় না।
চৈতে কুয়ো, ভাদ্রে বান, নরের মুণ্ডু গড়াগড়ি যান	চৈত্র মাসে কুয়াশা ও ভাদ্র মাসে বন্যা হলে দেশে মড়ক লাগে।
চোখের দোষে সব হলদে	যার মন খারাপ, সে সবখানেই খারাপ দেখে।
চোরের রাত্রিবাসই লাভ	বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় গিয়ে সামান্য লাভ করা।

ছ

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	অনাদৃত কিন্তু তুচ্ছ কাজের অপরিহার্য সহায়।
ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা	তুচ্ছ কাজে হাত দিয়ে দুর্নাম পাওয়া।
ছুচ হয়ে ঢোকা, ফাল হয়ে বেরোনো	দয়াপ্রার্থী হয়ে ঢুকে, বিরাট অনিষ্ট করা।
ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি, যে আমার আমি তারি	দৃঢ় নীতিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া	লণ্ডভণ্ড হওয়া।
ছোট মুখে বড় কথা	ছোটদের দ্বারা বা অযোগ্য লোক দ্বারা সম্মানী লোকের প্রতি খারাপ ব্যবহার।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি, পুড়ে-ঝুড়ে রাঁধুনি	অভ্যাসেই অভিজ্ঞ হয়।
ছুঁচোর যদি আতর মাখে, তবুও কি তার গন্ধ ঢাকে?	দুষ্টলোক স্বভাব গোপন করার চেষ্টা করলেও প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জ

জহুরিই জহরত চেনে	গুণীই গুণের কদর বোঝেন।
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ	উভয়সংকট।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	সব রকম কাজে পটুতা।
জোঁকের মুখে নুনের ছিটে	দম্ভকারী বা দুষ্ট লোকের উপযুক্ত মোকাবিলা।
জমির অভাবে উঠান চষা	প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে অকাজে লিপ্ত হওয়া।
জল এগোয় না তৃষ্ণ এগোয়	যার প্রয়োজন সেই অগ্রসর হয়।
জল খেয়ে জাতি জিজ্ঞাসা করা	আগের কাজ পরে করা/ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা।
জলের গতি নিচের দিকে	জলের মতো স্নেহও নিম্নগামী।
জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ানো	মিথ্যা গ্লানি দিয়ে সুচরিত্রে কালিমা লেপন/নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করা।
জ্বালা দিতে নাই ঠাই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই	যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা।

ঝ

ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা	দলছুটের পুনরায় দলে প্রত্যাবর্তন
ঝিকে মেরে বউকে শেখানো	পরোক্ষভাবে মনের বিরক্তি জ্ঞাপন করা
ঝকমারির মাশুল	নির্বুদ্ধিতার দণ্ড
ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না	অনেকে একত্রে থাকলে বিপদ ঘটে না
ঝাল দেখেছ, না কড়ি দেখেছ	কষ্ট না বুঝে কেবল লাভ দেখা
ঝোপ বুঝে কোপ	সুযোগ বুঝে কার্য উদ্ধার করা

ট

টাকার নামে কাঠের পুতুলও হা করে	অর্থ লোভনীয় জিনিস।
টোটো কোম্পানির ম্যানেজার	কোনো কাজ না করে ভাবঘুরের মতো থাকা।
টেকের জ্বালায় দেশ ছাড়িলাম, তেঁতুল তলায় বাসা	ছোট বিপদ থেকে দূরে থাকতে গিয়ে আরও বড় বিপদে পড়া।
টাকা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর	যে নারী অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয় না এবং যে পুরুষ স্ত্রী লোকের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে তারাই প্রকৃত সতী ও সৎ।
টাক প্রকৃতি গোদ, মরণে হয় শোধ	টাক, স্বভাব আর পায়ের গোদ কিছুতেই শোধরায় না।
টায় টায় মিলিয়ে দেওয়া	গোঁজামিল দেওয়া।

ঠ

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	মন্দের ভরপুর স্থানে ভালোর আশা করা বৃথা। পরিণামে শূন্য প্রাপ্তি।
ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না	নির্বুদ্ধিতা।
ঠোঁট কাটা কাক	যে সব বিষয়ে খুঁত ধরে থাকে।
ঠাকুরে করিলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা	ঈশ্বর বিমুখ হলে, তুচ্ছ ব্যক্তিও অপমান করতে পারে।
ঠাট ঠমকে বিকায় ঘোড়া	বাইরের ভড়ং দেখে লোকে ভুলে।
ঠোঁটা লোকের মুখে আঁট, বাহিরে থেকে কাটে গাঁট	ধূর্ত লোক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে প্রতারণা করা।
ঠেকায় পড়ে ঢেলায় সেলাম	প্রকৃত বিষয় গোপন করে সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা।

ড

ডানে আনতে বাঁয়ে কুলায় না	আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় দিশেহারা অবস্থা।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে অপকর্ম করা।
ডাইনির মায়া বুঝা ভার	কপটীর কপটতা ভেদ করা কঠিন।
ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূর	শেষ সীমা পর্যন্ত দেখা।
ডেকে শাল নেওয়া	ইচ্ছা করে বিপদে পড়া।
ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই	আশা অনেক কিন্তু সফলতা নেই।

ঢ

ঢাকঢাক-গুড়গুড়	প্রকৃত অবস্থা গোপন করার চেষ্টা।
ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার	ক্ষমতা না থাকলে কর্তৃত্ব করতে যাওয়া বৃথা।
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে	অবস্থার উন্নতি হলেও কাজ বা স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া।
ঢাকের কড়িতে মনসা বিকানো	প্রধান কার্যে ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয় অধিক।
ঢাকের বাজনা থামলে মিষ্টি	ঢাকের বাদ্য থামলেই আরাম লাগে।
ঢেকশেলে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই	ঘরে বসে সুখলাভ করলে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।
ঢেঁকি অবতার	নির্বোধ।
ঢেঁশেকেল দিয়ে কটক যাওয়া	সহজ কাজ জটিলভাবে করা।
ঢ্যাকার আগে চলা	ধাক্কা দেওয়ার আগে যাওয়া ভালো।

ত

তাল গাছের আড়াই হাত	দুরূহ কাজের শেষটা করাই কঠিন।
তিল কুঁড়িয়ে তাল	তুচ্ছ কিছু জমিয়ে বড় কিছুর সৃষ্টি।
তিন নকলে আসল খাস্তা	ক্রমাগত হাত বদলে বিশুদ্ধতার হানি।
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	যার আছে তাকে আরো দেওয়া।
তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না	ঠান্ডা লোক ক্রুদ্ধ হলেও বিশেষ অনিষ্ট হয় না।
তাঁতি রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে	নির্বোধ লোক রেগে গেলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে।
তাত সয় তবু বাত সয় না	উত্তাপ সহ্য করা যায় তবু শীতল বাতাস সহ্য হয় না।
তালপাতার ছায়া	ক্ষণস্থায়ী এবং শীতলতা দানে অসমর্থ।
তালপাতার সেপাই	বলহীন ব্যক্তি/দুর্বল ব্যক্তি।
তাস, তামাক, পাশা, তিন কর্মনাশা	এগুলো বৃথা সময় নষ্ট করে কাজের ক্ষতি করে।
তুক্ তাক্ ছয় মাস, কপালে যা বার মাস	অদৃষ্ট মন্দ হলে চিরকালই কষ্ট সহ্য করতে হয়।

থ

থলির ভিতর হাতি পোষা	অসম্ভব কাজ করার চেষ্টা।
থোঁতা মুখ ভোতা হওয়া	গর্ব চূর্ণ হওয়া।
থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর	বৈচিত্র্যহীন ব্যাপার।
থাক রে কুকুর আমার পাশে, ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে	অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কাউকে আশা দিয়ে রাখা।
থাকে যদি চূড়ো বাঁশি, মিলবে রাধা হেন কত দাসী	নিজের গুণ থাকলে কার্যসিদ্ধি হবেই।
থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দিবে না	ভাঙবে তবু মচকাবে না।

দ

দশ চক্রে ভগবান ভূত	অনেকের চক্রান্তে নির্দোষকে দোষী বানানো।
দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো	খারাপ জিনিস থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়।
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো	ভালো জিনিসের অভাবে মন্দে সন্তুষ্ট থাকা।
দরিদ্র দোষে, গুণরাশি নাশে	অভাবের কারণে গুণসকল নষ্ট হওয়া।
দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কী	দশ জন যার নিন্দা করে, তার জীবনধারণ বৃথা।
দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা	অনভ্যস্ত ব্যক্তিকে কাজের ভার দিলে সে কাজ পণ্ড হয়ে যায়।
দায় মোদ্দায় রাজি, কী করবেন কাজি	বাদী বিবাদিতে মিল হলে বিচারকের কিছু করার থাকে না।
দেখতে খেঁকশিয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ	কার্যকালে সাহসী।
দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস	একজনকে দেখে অন্যজন কাজে প্রবৃত্ত হয়।
দেদোর মর্ম, দেদোয় জানে	যার যন্ত্রণা সেই বোঝে।

ধ

ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যোদ্ধার।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	অহংকারে সব কিছুকে তুচ্ছ মনে করা।
ধোপা নাপিত বন্ধ করা	সমাজচ্যুত করা।
ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা	নামমাত্র খরচ।
ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ	অর্থ, আত্মীয় ও যৌবন জোয়ারের পানির মতই ক্ষণস্থায়ী।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ধনুক ভাঙা পণ	প্রবল জেদ করে থাকা।
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ।
ধান ভানতে শিবের গীত	অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা।
ধন নাই কড়ি নাই নিধিরাম পোদ্দার	পরের জিনিস দিয়ে বাহাদুরি দেখানো।

ন

নেড়া একবারই বেল তলায় যায়	ভুক্তভোগী কখনো বার বার ঠকতে চায় না।
নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা	অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত।
নিজের কোলে ঝোল টানা	স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা।
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?	যে বিপদে সবার ক্ষতি হয়।
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ	নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা।
নিজের চরকায় তেল দেওয়া	আপন কাজে মন দেওয়া।
নিজের ঢাক নিজে পেটানো	আত্মপ্রকাশ।
নাকের জলে চোখের জলের এক হওয়া/করা	ভীষণ লাঞ্ছনা পাওয়া বা করা।
নড়া দাঁত পড়া ভালো	আত্মীয়ের সাথে মনোমালিন্য হলে সংস্রব ত্যাগ করাই মঙ্গল।
নেঙটে ইঁদুর পাহাড় কাটে	তুচ্ছ লোকের দ্বারা বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে।

প

পরের ধনে পোদ্দারি	অন্যের অর্থ ইচ্ছামতো খরচ করে বড়লোকি দেখানো।
পেটে খেলে পিঠে সয়	লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়।
পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে	বিপদে পড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা।
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	অসৎ পথের উপার্জন অকাজে ব্যয় হয়।
পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে	বাড়াবাড়ি পতনের কারণ।
পচা আদা ঝালের গাদা	মন্দ প্রকৃতির লোক মৃতপ্রায় হলেও স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।
পরের গোয়ালে গোদান	পরের ধন দান করে পুণ্য সঞ্চয় করা।
পর্বতের মূষিক প্রসব	বিরাট আড়ম্বরের তুচ্ছ পরিণাম।

ফ

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য কারণে কষ্ট পাওয়া।
ফেল কড়ি মাখ তেল	অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছা পূরণ।
ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প মারে দই	মুখে আড়ম্বর।
ফতো বাবু	দিনেকের সম্বল নেই বাইরে বাবুগিরি দেখানো।
ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়	নির্গুণ ব্যক্তির তর্জন-গর্জন বেশি।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য কারণে অস্থির হওয়া।
ফিকিরে ফকির	ভণ্ড ফকির।

ব

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	বুড়ো বয়সে ফুর্তিবাজ যুবকের মতো আচরণ।
বড়র পিরিতি বালির বাঁধ	বড়লোকের প্রেম-ভালবাসা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।
বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া	হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা	শত্রুর ঘরে গোপন আস্তানা।
বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায়	যোগ্য শাসকের ক্ষমতা প্রদর্শন।
বাড়া ভাতে ছাই দেয়া	নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করা।
বজ্জ আঁটুনি ফস্কা গেরো	কড়াকড়ির ঢিলেঢালা ফল।
বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা	শত্রু বা প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়লে নাজেহাল হতেই হয়।
বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর	তদারকি না থাকলে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা।
বিষ নেই, কুলোপনা চক্র	ক্ষমতাহীনের অসার আস্ফালন।
বয়সের গাছ পাথর না থাকা	অত্যন্ত বৃদ্ধ।
বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া	অসম্ভব প্রয়াস।
বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা	অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দান।
বিনা মেঘে বজ্রপাত	অকস্মাৎ বিপদে পড়া।
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী	সারাজীবন পাপ করে বুড়ো বয়সে ধার্মিক সাজা।
বসতে পেলে শুতে চায়	একটু সুবিধা পেলে বেশি সুবিধা দাবি করা।

ভ

ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না	পেশা ও কাজের উপযোগী বেশভূষা দরকার হয়।
ভাগের মা গঙ্গা পায় না	ভাগাভাগি কাজ প্রায়ই পূর্ণ হয় না।
ভূতের মুখে রাম নাম	অসম্ভব ব্যাপার।
ভাঙে তবু মচকায় না	বিপন্ন হলেও বিব্রত ভাব না দেখানো।
ভাদ্র মাসের তাল	অসতর্কিতভাবে কাউকে আঘাত করা।
ভাবের ঘরে চুরি	মনে এক কথা, ব্যবহারে অন্য।
ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে	চিন্তায় চিন্তা বাড়ে।
ভিটায় ঘুঘু চড়ানো	কারো বড় রকমের ক্ষতি করা।
ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে	সমশ্রেণি থেকেই অধিক অনিষ্ট ঘটে থাকে।
ভেড়া করে রাখা	কারো একান্ত বশীভূত হয়ে থাকা।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা	প্রতিকারের উপায় চিন্তা না করে কোলাহল করা।

ম

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন	প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন।
মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া	বড় ধরনের ত্রুটি।
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা	ব্যথিতকে আরও বেদনা দেয়া।
মশা মারতে কামান দাগা	তুচ্ছ কাজে খামোখা বাড়তি আয়োজন।
মাথা নেই তার মাথা ব্যথা	অহেতুক দুর্ভাবনা পোহানো।
মাছের তেলে মাছ ভাজা	কাজের লাভ থেকে কাজের খরচ পুষিয়ে নেয়া।
মাছের মার পুত্রশোক	আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো কৃত্রিম শোক।
মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত	সীমাবদ্ধতা।
ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচায় পোষে কাক	গুণবানকে ছেড়ে নির্গুণের আদর করা।
ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়	মনে পাপ থাকলেই আশঙ্কা জন্মে।
মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিঠে	মাছের ন্যায় মাংস ধুয়ে রান্না করা যায় না।
মান্ধাতার আমল	অতি প্রাচীনকাল।

য

যখন যেমন তখন তেমন	সব রকম অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা।
যত দোষ নন্দ ঘোষ	অন্যদের সব অপরাধের দায় একজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।
যত ছিল নাড়াবুনে, সব হলো কিত্তুনে	মূর্খ অরসিক জনের মর্যাদা লাভ।
যেমন কর্ম তেমন ফল	যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল ভোগ করে।
যেমন দান তেমন দক্ষিণা	অর্থ অনুযায়ী কাজ বা জিনিস।
যত গর্জে তত বর্ষে না	মুখে যত, কাজে তত নয়।
যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা	অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত অনুসন্ধান।
যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ	কোনো পদাবৃত হলে সেই পদসুলভ স্বভাব লাভ।
যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা	বিনামূল্যে প্রাপ্ত জিনিসের প্রতি অনীহা।
যমের খাতায় তলব পড়া	মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা।
যমের দোসর	ভয়ানক ব্যক্তি।

র

রথ দেখা আর কলা বেচা	এক উদ্যোগে দুই উদ্দেশ্য পূরণ।
রতনে রতন চেনে	যে যেমন, সে তেমনি দেখে।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়	ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাঝে থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়।
রণের ঘোড়া	যে কাজের কথা শুনলে স্থির থাকতে পারে না।
রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙ্গালি	সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে সংকল্পিত কাজে অগ্রসর হওয়া।
রাঁড়ের পুঁজি	বিধবা বা বেশ্যার ধন অপরেরই ভোগ্য হয়।
রান্না মূলা	সুদর্শন অথচ নির্গুণ।
রাবণের চিতা	চিরকাল অশান্তি।
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী	অতিশয় রূপ ও গুণবিশিষ্ট রমণী।
রসের ঘরেই গৌর নাচে	হাতে পয়সা থাকলে স্ফূর্তি চলে, নতুবা চলে না।
রাই কুড়িয়ে বেল	অল্প অল্প পুঁজি সঞ্চয় করে বৃহৎ অর্থ বানানো।
রাজার হাল স্বর্গে বয়	ভাগ্যবানের কাজ আপনা হতে সিদ্ধ হয়।

CamScanner

ল

লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন	অন্যের ভরসায় বেশুমার খরচ।
...ের গুড় পিঁপড়ায় খায়	ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়া হওয়া।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	অতিরিক্ত লোভ সর্বনাশ ডেকে আনে।
লক্ষ্মীর বরযাত্রী	সুসময়ে বন্ধুভাবে উপস্থিত হওয়া।
লঙ্কায় সোনা সস্তা	দূরবর্তী স্থানে মুল্যবান জিনিস সস্তা হলেও সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।
লাউ শাকের বালি আর অন্তরের কালি	মনে পাপ থাকলে তা দূর করা কঠিন।
লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা	অসম্ভব ব্যাপার।
লক্ষ্মীর বেটি ফক্কি	অন্তঃসারশূন্য/ধনবানের কৃপণ সন্তান।

শ

শিং ভেঙে বাছুরের দলে	বয়স্ক লোকের ছেলেমানুষি।
শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন	সব কাজে পটু।
শ্যাম রাখি না কুল রাখি	দোটানায় পড়া।
শক্তের ভক্ত, নরমের যম	যে প্রবলের নিকট নত হয়, আর দুর্বল পেলে বল প্রকাশ করে।
শঠের মায়া, তালের ছায়া	তালগাছের ছায়ার ন্যায় শঠের ভালোবাসাও ক্ষণস্থায়ী।
শিয়রে শমন	মৃত্যু আসন্ন।
শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই	প্রধান লোক থাকতে অপ্রধানের আশ্রয় গ্রহণ।
শেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা	কৌশল দ্বারা যাকে সহজে আটকানো যায় না।
শুওরের গোঁ	অতিরিক্ত জেদী।
শেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না	চতুর লোক নিজের দুর্বলতা গোপন রাখে।

ষ

ষাঁড়ের গোবর	অকেজো বা অকর্মণ্য মানুষ।
ষণ্ডামার্কা	গোঁয়ার অথচ মূর্খ।
ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে	একের শত্রু অপরের দ্বারা বিনষ্ট হওয়া।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ	সমানে সমানে লড়াই।
ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ	যে মন্ত্রণা অল্পতেই প্রকাশ পায়।

স

সস্তার তিন অবস্থা	সস্তা জিনিসের পেছনে সময় ও অর্থের অপব্যয় হয় বেশি।
সব শেয়ালের এক রা	একজনের মতের সাথে অন্যের অভিন্ন মত পোষণ।
সাপের হাঁচি বেদে চেনে	অভিজ্ঞ লোক প্রকৃত লক্ষণ বুঝতে পারে।
সাতেও নেই পাঁচেও নেই	ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।
সোনার কাঠি রূপার কাঠি	মরা-বাঁচার উপায়।
সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ	চরম অমনোযোগ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।
সঙ্গ দোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়	অসৎ সঙ্গে থাকলে অসৎ বলে বিবেচিত হয়।
সৎপুত্র কুলপ্রদীপ	সুপুত্র জন্ম নিলে বংশ উজ্জ্বল হয়।
সাত কুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর	কাজ না করে ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া।
সোনার দাঁড়ে কাক বসানো	উত্তম স্থানে নিকৃষ্টকে স্থাপন।

হ

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভবকে সম্ভব করার বৃথা চেষ্টা।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা	বুদ্ধি দোষে সৌভাগ্যের সুযোগ নষ্ট করা।
হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল	অক্ষমের অনর্থক আস্ফালন।
হাড়ে বাতাস লাগা	স্বস্তি পাওয়া।
হিসাবের গরু বাঘে খায় না	হিসাব-নিকাশ ঠিকমতো রাখলে পস্তাতে হয় না।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	সম্মুখে উপায় থাকতে অন্যের নিকট উপায়ের পরামর্শ করা।
হাত আলস্যে গোঁফ নষ্ট	সামান্য পরিশ্রমের অভাবে কোন বিষয় নষ্ট হওয়া।
হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়	যে ব্যক্তির কথায় ও কাজে মিল নেই।
হলুদের গুঁড়ো	যে লোক সকল কাজেই লাগে।
হাতে নাই কড়াকড়ি, করে বেড়ায় বাড়াবাড়ি	সম্বলহীন ব্যক্তির বাবুগিরি দেখানো।
হাতের পাঁচ	কার্যসাধন বা জয়লাভের শেষ সম্বল।

সমার্থবিশিষ্ট কতিপয় প্রবাদ-প্রবচন

১. 'অসারত্ব' বোঝাতে কয়েকটি প্রবাদ–
- ক. ঘোল কড়াই কানা
- খ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি
- গ. চাল নাই, ধান নাই, গোলা ভরা ইঁদুর

২. 'জ্ঞাতি সম্পর্ক' বোঝাতে কয়েকটি প্রবাদ–
- ক. রক্তের টান বড় টান/আপনার জন সতত আপন
- খ. নাতির নাতি স্বর্গে বাতি
- গ. জ্ঞাতি শত্রু সবখানে, কুকুরের হয় না গঙ্গাস্নানে
- ঘ. চাচা আপন চাচি পর, চাচির মেয়ে বিয়ে কর
- ঙ. কুটুমের মধ্যে শালা, গহনার মধ্যে বালা
- চ. মার সোহাগে বাপের আদর

৩. 'বিরোধিতা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. পেট ভালো না, ভালো রাঁধব কার তরে
- খ. বারো রাজপুত, তের হাঁড়ি, কেউ যায় না কারও বাড়ি
- গ. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
- ঘ. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
- ঙ. এক হাতে তালি বাজে না

৪. 'অতিরঞ্জন' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. সর্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটা আমার
- খ. হয় যদি তিলাটি, কয় তবে তালাটি
- গ. মামার বাড়ির আবদার
- ঘ. অতি চালাকের গলায় দড়ি

৫. 'নিদর্শন' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. তসবিহ টিপলেই মৌলভী হয় না
- খ. পইতা থাকলেই বামুন হয় না
- গ. শুড়ির সাক্ষী মাতাল, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা

৬. 'অসময়' বোঝাতে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো
- খ. অকালে বাড়লে সকালে মরে
- গ. খাবার সময় শোবার চিন্তা
- ঘ. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
- ঙ. সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়
- চ. সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চড় খায়

৭. 'মিল' বোঝাতে ব্যবহৃত হয় প্রবাদ–
- ক. যেমন রাধা তেমন কানু
- খ. যেমন ভাব তেমন লাভ
- গ. যেমন বিয়ে তেমন দক্ষিণা
- ঘ. রাজার রাণী কানার কানী
- ঙ. যেমন হাঁড়ি তেমন কড়ি

৮. 'বল' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. জল জল বৃষ্টির জল, বল বল আপন বল
- খ. জোর যার মুল্লুক তার
- গ. জলে পাথর পচে না
- ঘ. বীরভোগ্যা বসুন্ধরা

৯. 'ক্ষতিপূরণ' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়
- খ. এক ঘরে বাপ মরে, আর এক ঘরে বেটা হয়
- গ. নাকের বদলে নরুন

১০. 'বিধি' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. যেই দেশের যে ভাও, উপুর কইরা নাও বাও
- খ. প্রবাসে বা আঁতুড়ে নিয়মোঃ নাস্তি
- গ. যে দেশে যে ভাষা, হাত থাকতে পায়ে শাঁখা
- ঘ. যেমন কাল, তেমন চাল
- ঙ. যেমন কলি, তেমনি চলি
- চ. যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার

১১. 'অভ্যাস' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. বাজাতে বাজাতে বায়েন, গাইতে গাইতে গায়েন
- খ. খেতে খেতে গলা বাড়ে, হাঁটতে হাঁটতে নলা বাড়ে
- গ. কানা গরুর চেনা পথ
- ঘ. অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়

১২. 'আশা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ–
- ক. পিণ্ডি পায় না কেত্তন চায়
- খ. বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা
- ঘ. আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যে পরম সুখ
- ঙ. ভাঙা ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ

CamScanner

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর। [জবি ১৮-১৯]

মূল অর্থ : অহেতুক গর্ব অর্থাৎ স্বল্প জ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়ি মূর্খতার পরিচয়।

নিহিতার্থ : প্রকৃত জ্ঞানী দ্বারা পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেন নিবিড়ভাবে। তিনি ততটুকুই করেন, যতটুকু তাঁর জ্ঞান দ্বারা চালিত। পক্ষান্তরে, অল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোক সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। কারণ লোক দেখানো জ্ঞানস্বল্পতা তাকে পরিপূর্ণভাবে আলোকিত করে না। অল্প জানা ব্যক্তি নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করার জন্য সমাজে বড় বড় কথা বলেন। এবং অন্যায়ভাবে অন্যের উপর চাঁপিয়ে দেন। এরূপ ব্যক্তির সিদ্ধান্তগুলো কখনো-কখনো ভয়ঙ্কর রূপ-ধারণ করে। যার দরুন পরিবার থেকে শুরু করে দেশ ও জাতির প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। আর এ কারণে বলা হয়ে থাকে অল্প বিদ্যার পরিণতি মারাত্মক ও ভয়ঙ্করী।

০২. আপনি আচরি ধর্ম পরেরে বোঝাও। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : নিজে পালন না করে অপরকে আদেশ ও উপদেশ দেওয়া অনুচিত।

নিহিতার্থ : সত্য, সৎ ও মহৎকর্ম প্রভৃতি ব্যক্তি জীবনের উপর প্রতিফলিত করে এবং তার ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে তারপর অপরকে পালন করার নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য। নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। আর যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে ধর্ম মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে– এ কথা যদি একজন অধার্মিক লোক পুনঃপুন বলতে থাকে তখন তা সবার কাছেই বিরক্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে গেলে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। তাই যেটা নিজের মধ্যে অনুশীলন নেই তা অন্যের উপর চাঁপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ নিজে কোনো জিনিস আয়ত্ত না করে অপরকে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামির কাজ।

০৩. আলালের ঘরের দুলাল। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : ধনীর ঘরের অতি আদুরে ও প্রায় ক্ষেত্রে বখাটে ছেলে।

নিহিতার্থ : সমাজ-সংসারে ধনী-গরিব সব ধরনের মানুষ বসবাস করে। বিত্তহীন বা খেটে-খাওয়া মানুষদের তুলনায় বিত্তশালীদের সন্তানেরা কর্মবিমুখ হয়ে থাকে। এরা ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়। অনায়াসে সব কিছু হাতের নাগালে পেয়ে যাওয়ায় জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অদম্য স্পৃহা থাকে না, থাকে শুধু অপচয়, অপব্যয় করার মানসিকতা। এদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশও অপ্রতুল ও এরা নিজস্ব বোধ দিয়ে পরিচালিত হয় না। জীবনের শুভ বোধগুলো এদের আকর্ষণ করে না। বাবা-মার অতি আদরের ফলেই এরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। যার ফলে পরবর্তী জীবনে তাদেরকে নানা সমস্যার সম্মুখীন ও পরনির্ভর হয়ে দিনাতিপাত করতে হয়।

০৪. আরশির মুখে পড়শিকে দেখে। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : নিজের ভাবনায় অন্যকে ভাবা।

নিহিতার্থ : অনুশীলিত জ্ঞান বা স্বভাবের মধ্য দিয়ে মানুষের চাল-চলন নির্ধারিত হয়। মানুষ নিজের স্বভাব দিয়ে অন্যকে বিচার করতে থাকে। ব্যক্তি ছোটকাল থেকে যা শিখে আসছে তার প্রভাব অন্যের উপর স্বভাবতই ন্যস্ত করতে চাই। এক্ষেত্রে যে ভালো স্বভাবের হয় সে সবকিছু ভালো দেখে। অন্যদিকে খারাপ হলে খারাপ দেখে। একজন চোর তার ভেতরই উপলব্ধি থেকে অন্যজনকে চোর ভাবতে দ্বিধা করে না। অন্যদিকে সাধু মাত্রই সকলকে নিজের মতো পুণ্যাত্মা জ্ঞান করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তার অন্তর্গত উপলব্ধির মাধ্যমে অন্যকে বিচার করতে শেখে। তাই সে অন্যের সাথে সব সময় নিজেকে তুলনা করতে চায়।

০৫. এক মাঘে শীত যায় না। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : দুঃখ, বিপদ বা প্রতিকূল চিরস্থায়ী নয়।

নিহিতার্থ : ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রত্যেক ঋতু পর্যায়ক্রমিক ধারায় যেমন বারবার ফিরে আসে তেমনি জীবনচক্রের আবর্তনে মানুষ বহুবার বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। প্রকৃতিতে মাঘ মাস তীব্র শীত নিয়ে আসে এবং এর তীব্রতা মানুষ ও প্রাণীকুলকে দারুণ ভোগায়। তাই শীতের তীব্রতার কথা ভুলে যাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। কারণ দিনবদলের খেলায় সে পুনরায় ফিরে আসে। তেমনিভাবে মানুষের জীবনে একটি বিপদ থেকে মুক্তি পেলে যে আর বিপদ ঘটবে না, এটি মনে করা উচিত নয়। কারণ বিপদ কেবল একবারের জন্য আসে না, জীবনচক্রের আবর্তনে এটি বহুবার আসতে পারে। তাই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বিপদের কথা বিস্মৃত হওয়া মোটেই ঠিক নয়। যারা বিপদ আর বিপদে বন্ধুদের ভুলে যায় তারা পরবর্তীতে আর ঠিকমতো বিপদের সম্মুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়, এমনকি টিকেই থাকতে পারে না।

০৬. কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে করে রা। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : কেহ নিজ স্বভাব সহজে পরিবর্তন করতে পারে না।

নিহিতার্থ : জন্মগতভাবে মানুষ অভ্যাস অর্জন করে থাকে। অর্থাৎ পরিবার, সমাজ ও শিক্ষার প্রভাবে একজন মানুষের মৌলিক চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। শৈশব এবং কৈশোর যেসব বিষয় মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো মানুষের চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যার প্রভাব তার ব্যক্তিগত কাজকর্মের উপর পড়ে। ইচ্ছে করলেই গড়ে ওঠা অভ্যাস বা স্বভাবকে পরিবর্তন করা যায় না। কারণ অভ্যাস মানুষকে দাসে পরিণত করে। মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা অভ্যাসগুলো তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর চেপে বসে। যার গণ্ডি থেকে ব্যক্তি চাইলেও বের হতে পারে না।

০৭. কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : একই বিষয় একেক জনের জন্য একেক রকম।

নিহিতার্থ : সুদিন এবং দুর্দিন মানুষের জীবনে সমান বার্তা বয়ে নিয়ে আসে না। একই দিন কারো কাছে সুখের আবার কারো কাছে দুঃক্ষের হতে পারে। যেমন : পৌষমাসের শীত ধনীদের ও বিলাসীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষান্তরে অতি দরিদ্র বস্ত্রহীনদের জন্য দুর্দিন নিয়ে আসে। কোনো উপলক্ষ কিংবা ঘটনা কারো জীবনকে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। আবার কারো-কারো দুচোখ ভেসে যায় অশ্রুর বন্যায়। যেমন–বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মজুদদারদের জন্য সুদিনের বারতা নিয়ে আসে। কিন্তু ক্রেতা সাধারণ ভোগান্তির শিকার হন। এজন্য কারো দুঃক্ষের দিনে খুশি হওয়া ঠিক নয়। কারণ এদিনটি তারও আসতে পারে।

০৮. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : মাত্রারিক্ত লোভ ক্ষতির কারণ।

নিহিতার্থ : লোভ মানুষের চরিত্রের অবনতি ঘটায়। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও অসৎ উপায় অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। লোভে পড়ে মানুষ পাপকার্য করতে দ্বিধাবোধ করে না। লোভ মানুষকে কুপথে ধাবিত করে আর এ জন্যই মানবজীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলে পাপীকে ভোগ করতে হয় চরম পরিণতি। লোভে আচ্ছন্ন থেকে মানুষ সত্য ও সুন্দরকে অবজ্ঞা করে বসে। সে বৈষয়িক বুদ্ধির প্রেরণায় পার্থিব ধন-সম্পদ আহরণে ব্রতী হয়। ফলে তার মাঝে লোভ এবং পাপের অস্তিত্ব দেখা দেয়। তাই লোভ বর্জন না করলে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা যায় না। নির্লোভ জীবন সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করে।

০৯. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : সংশ্লিষ্ট বিপদে সবারই ক্ষতি হয়।

নিহিতার্থ : বিপদ যখন আসে, তখন বাছ-বিচার না করেই আসে। যেমন নগর যদি অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে পবিত্রতার প্রতীক মন্দির, মসজিদ, দেবগৃহ কিছুই রেহাই পায় না। তেমনি রাজ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণ মানুষও তা থেকে নিস্তার পায় না। কোনো রাষ্ট্র যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রাষ্ট্রের অধীশ্বর যদি পরাজিত হয়, তবে সাধারণ নাগরিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হন। পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় নিয়ে তাদেরকে যুগ যুগ নির্যাতিত হতে হয়। মনিব বা রক্ষাকর্তারই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে রক্ষিতের অস্তিত্ব থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং জ্ঞানী লোকদের উচিত, তার প্রতিবেশীদেরকে সৎ পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। কারণ বড় কোনো বিপদ এলে সৎ ব্যক্তিও রেহাই পাবেন না।

১০. তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ। প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।

মূল অর্থ : যার অনেক আছে তাকে আরোও দেয়ার প্রবৃত্তি।

নিহিতার্থ : কোনো এক সুদূর অতীতে যখন সমাজ সংগঠিত হয়েছিল, তখন সেখানে সবচেয়ে বড় দেখা দিয়েছিল বলবানের হাত থেকে আর্ত ও দুর্বলকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তোষামোদ পছন্দ করে। স্বার্থবাদী মানুষ স্বীয় অভিপ্রায় উদ্ধারের জন্য প্রতিপত্তিশালীদের নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করে। যারা সম্পদশালী তাদেরকে নানারকম উপহার সামগ্রী প্রদান করে খুশি করতে চায়। ধনীরা তার সমগোত্রীয়দের আরও সুবিধা প্রদান করে নিজেরা উপকৃত হতে চেষ্টা করে। ধনীর তোষামোদি করতে গিয়ে এরা দরিদ্র আত্মীয়-পরিজনদের দিকে তাকানোর সুযোগ কখনোই পায় না। সমাজে এ মানসিকতার কারণে গরিব নিরন্নেরা বরাবরই থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। সমাজের বিধি ব্যবস্থার মধ্যেও ধনিক শ্রেণিকে আরো পাইয়ে দেওয়ার সব রকম ব্যবস্থা থাকে। এভাবে তেলা মাথায় তেল দেওয়া সমাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কোনটি প্রবচন? [ঘ ০০-০১]
ক. অক্কা পাওয়া খ. মূর্ছা যাওয়া গ. পুরনো চাল ভাতে বাড়ে ঘ. আক্কেল সেলামি উ: (গ)

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।' বাক্যটির বিশিষ্টার্থ– [ঘ ০৪-০৫]
ক. ফাঁদে আঁকানোর কৌশল খ. শাস্তির কথা বলা
গ. অভিজ্ঞতার অভাব ঘ. বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখানো উ: (ঘ)

'ভানুমতীর খেল' প্রবচনটি বোঝায়– [খ ০৫-০৬; ইবি খ ১৬-১৭]
ক. চালবাজি খ. ভেলকিবাজি গ. ফটকাবাজি ঘ. ফেরেববাজি উ: (খ)

'লোকে বলে' উক্তিটির তাৎপর্য কোনটি? [ক ০৫-০৬]
ক. সাধারণ লোকে বলে খ. দুইজন লোকে বলে
গ. সাধারণ মানুষে বলে ঘ. নির্দিষ্ট কেউ বলে উ: (ক)

'ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ' প্রবচনটির অর্থ– [ঘ ০৬-০৭]
ক. গোপন কাজ খ. উৎকট স্বার্থপরতা
গ. লজ্জার ভাব, কিন্তু নির্লজ্জ আচরণ ঘ. দুরভিসন্ধি উ: (গ)

নিচের কোনটি প্রবচনের উদাহরণ? [০৭-০৮]
ক. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড খ. শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর
গ. আ-মরি বাংলা ভাষা ঘ. ধান ভানতে শিবের গীত উ: (ঘ)

কোনটি প্রবাদ? [ঘ ০৮-০৯]
ক. বোমা ফাটানো খ. পাড়াপড়শির চক্ষুশূল
গ. চড়াই উৎরাই ঘ. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে উ: (ঘ)

হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া! এ প্রবাদটির অর্থ– [গ ৯১-৯২]
ক. অন্তঃসারশূন্য অবস্থা খ. একের জন্য অন্যের দুশ্চিন্তা
গ. অল্প শোকে কাতর ঘ. জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা উ: (ক)

'অর্থহীন অপব্যয়' প্রকাশ করে কোনটি? [খ ০৮-০৯]
ক. মশা মারতে কামান দাগা খ. ভস্মে ঘি ঢালা
গ. অধিক সন্ন্যাসীতে নষ্ট ঘ. গরু মেরে জুতো দান উ: (খ)

'শিং ভেঙে বাছুরের দলে' প্রবাদটির অর্থ– [খ ১০-১১]
ক. দলত্যাগ খ. বয়স্ক ব্যক্তির ছেলেমানুষি গ. নিষ্ফল পরিশ্রম ঘ. ঝামেলায় পড়া উ: (খ)

'সাপের পাঁচ পা দেখা' প্রবাদের অর্থ– [ক ১০-১১]
ক. ভয় পাওয়া খ. চোখে অন্ধকার দেখা
গ. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা ঘ. অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা উ: (ঘ)

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রবচনটির যথার্থ– [খ ১১-১২]
ক. কষ্টের উপর আরো কষ্ট খ. দুরারোগ্য ব্যাধি
গ. বুড়োর ভীমরতি ঘ. বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মতো আচরণ উ: (ঘ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।' প্রবচনটির সমার্থক প্রবচন কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. মশা মারতে কামান দাগা খ. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো
গ. দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুর ঘ. বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর উ: (ঘ)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০২ নং প্রশ্নটির উত্তর দাও :

ভোর রাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লাহ দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন মঙ্গলে ভোর রাতে হইল শুরু, তিনদিন মেঘের গুরু গুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই।

উদ্ধৃতাংশে মোট কয়টি প্রবাদ আছে? [ঘ ১৭-১৮]
ক. একটি খ. দুটি গ. তিনটি ঘ. চারটি উ: (গ)

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' প্রবচনটির অর্থ– [ঘ ০৫-০৬]
ক. লোভ খ. প্রাপ্তির আনন্দ গ. প্রাপ্তির পূর্বেই খুশি ঘ. বোকার কাণ্ড উ: (গ)

'কাকের মাংস কাকে খায় না।' প্রবাদটির অর্থ– [খ ০৮-০৯]
ক. নিজের ক্ষতি কেউ করে না খ. আপন মানুষকে কেউ সম্মান করে না
গ. স্বজাতির ক্ষতি কেউ করে না ঘ. মিত্রতা বজায় রাখে উ: (গ)

'নিজের দেশে গুণীর আদর নেই।' এর অর্থ প্রকাশক প্রবাদ কোনটি? [ক ১২-১৩]
ক. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ খ. মুড়ি মিছরির এক দর
গ. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না ঘ. ভাগের মা গঙ্গা পায় না উ: (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এঁটোপাত না যায় স্বর্গে' বলতে বুঝানো হয়েছে– [B ১৯-২০]
ক. মন্দ দিয়ে ভালো অর্জন করা যায় না খ. বিত্তবানদের জন্যই শুধু সুখ
গ. দুর্বলদের কেউ ক্ষমতায় বসায় না ঘ. পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না উ: (ক)

০২. 'আগুন পোহাতে ধোঁয়ার কষ্ট' বলতে বোঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
ক. কোনো কিছু লাভের জন্য ত্যাগ স্বীকার খ. সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা
গ. কষ্টের মধ্য দিয়ে ফল লাভ ঘ. ইচ্ছা পূরণের জন্য কষ্ট করা উ: (গ)

০৩. 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী' বলতে বোঝানো হয়েছে- [B ১৯-২০]
ক. নির্বোধ ব্যক্তির বোকামী খ. নামী রাজার গুণী মন্ত্রী
গ. বোকার অলস সঙ্গী ঘ. অযোগ্য সঙ্গী উ: (ঘ)

০৪. 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' বলতে বুঝানো হয়েছে– [B ১৯-২০]
ক. মন্দ জায়গায় ভালোর আশা করা বৃথা খ. পছন্দের জিনিসকে খুঁজতে সবকিছু ত্যাগ
গ. মন্দ ব্যক্তির মন্দ কর্ম ঘ. মন্দের ছড়াছড়িতে ভালোর দুরবস্থা উ: (ঘ)

০৫. 'গোনা গরু বাঘে খায় না' বলতে বোঝানো হয়েছে– [B ১৯-২০]
ক. পাকা হিসাব রাখা খ. লিখিত হিসাবে ভুল হয় না
গ. হিসাবধারী ব্যক্তির ভুল হয় না ঘ. পরিমিত সম্পদ পাপ আনে না উ: (ক)

০৬. 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' বলতে বোঝানো হয়েছে– [B ১৯-২০]
ক. সর্বসাকুল্যে মোট ধন খ. অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ
গ. চতুর্দিকের সম্পদ ঘ. জমানো মোট অর্থ উ: (ক)

০৭. 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' প্রবচনটির অর্থ কী? [I ১৭-১৮]
ক. মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করা খ. আকস্মিকভাবে বড় কোনো কাজে নেমে পড়া
গ. পাত্রীকে বিয়েতে বাধ্য করানো ঘ. অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ জাহির করা উ: (খ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কোলে কোলে মানুষ' শব্দগুচ্ছটি ব্যাকরণের যে নিয়মে গঠিত হয়েছে- [D ১৭-১৮]
ক. কারক খ. সমাস গ. প্রবাদ-প্রবচন ঘ. বাগ্‌ধারা উ: (গ)

০২. 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত? [B ১৭-১৮; জাবি জ ১১-১২]
ক. কৃষি খ. শিল্প গ. ব্যবসা ঘ. রাজনীতি উ: (ক)

০৩. 'ভদ্রতার বালাই' প্রবাদটির অর্থ– [০৪-০৫]
ক. মূর্খ খ. অসাধারণ সৌজন্যবোধ গ. অপরাধবোধ ঘ. সাধারণ সৌজন্যবোধ উ: (ঘ)

০৪. কোন প্রবচনটি 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়? [০৫-০৬]
ক. আট কপালে খ. উড়নচণ্ডী গ. ছাপোষা ঘ. ভূষণ্ডির কাক উ: (ক)

০৫. 'আসলে মুসল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া'– [খ ০৭-০৮]
ক. অমিতব্যয়ী খ. অপদার্থ গ. জব্দ করা ঘ. এলোমেলো উ: (ক)

০৬. 'দশের লাঠি একের বোঝা' অর্থ কী? [A ১৬-১৭]
ক. ভারী বস্তু খ. ঐক্যহীন গ. দোষ চাপানো ঘ. ঐক্যই শক্তি উ: (ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. গা টেপাটেপি মানে– [ড ০৫-০৬]
ক. রোগীর ব্যথা উপশম করা খ. গায়ে ব্যথা জাগানো
গ. অন্যকে লুকিয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা ঘ. কোনো গোপন ইঙ্গিত উ: (ঘ)

০২. কোন বাক্যে 'ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড় গুড়' প্রবাদটির বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে? [ড ০৮-০৯]
ক. ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড় গুড় করে কী লাভ, কাজে লেগে যাও
খ. ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড় গুড় করে কী লাভ, আসল কথাটি বল
গ. ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড় গুড় করে কী লাভ, কি খাবে বল
ঘ. ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড় গুড় করে কী লাভ, নিজের পায়ে দাঁড়াও উ: (খ)

০৩. 'এক কাজে দুরকম লাভ।' এ অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ কোনটি? [ক ১০-১১]
ক. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল খ. পেটে খেলে পিঠে সয়
গ. রথ দেখা আর কলা বেচা ঘ. এক হাতে তালি বাজে না উ: (গ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? [A-১৫-১৬]
ক. সাহসীরাই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে খ. যে জন্মেছে তাকে মরতেই হবে
গ. বৃহত্তর স্বার্থে জীবন উৎসর্গে অমরত্ব লাভ সম্ভব
ঘ. নিজের জন্য এমন কাজ করা উচিত যাতে মৃত্যুকে জয় করা যায় উ: (গ)

CamScanner

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পর্বতের মূষিক প্রসব' প্রবচনটির অর্থ কী? [B ১৯-২০; রাবি F ১৪-১৫]
ক. গুরুতর বিষয় খুঁজে পাওয়া খ. বহু প্রত্যাশিত অর্জন
গ. বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন ঘ. বিরাট আয়োজন **উ: গ**

০২. 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' প্রবাদটি কী অর্থ নির্দেশ করে? [B ১৮-১৯]
ক. সত্যবাদিতা খ. সত্যবাদী গ. সত্যবাদিতার ভান করা ঘ. সত্যে একনিষ্ঠতা **উ: গ**

০৩. 'এটোপাত না যায় স্বর্গে' প্রবাদটিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়? [L ১৬-১৭]
ক. এক কৌশলে দুই উদ্দেশ্য সাধন খ. পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি হয় না
গ. পরিশ্রম না করলে সফলতা আসে না ঘ. যার যেমন ভাগ্য **উ: খ**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঘোড়ারোগ' প্রবাদটির অর্থ কী? [AL ১৮-১৯]
ক. সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ খ. অর্থের কুপ্রভাব গ. কঠিন অসুখ ঘ. অসম্ভব বস্তু **উ: ক**

০২. 'প্রভাবশালীর দাপটে অন্যের বাহাদুরি' প্রবাদটি কোন ব্যবহৃত হয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক. খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি খ. পর্বতের মূষিক প্রসব
গ. গদাই লস্করি চাল ঘ. খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে **উ: ঘ**

০৩. কোন শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হয় না? [E ১৩-১৪]
ক. মিশ্র শব্দ খ. তৎসম গ. প্রবাদ-প্রবচন ঘ. বিদেশি শব্দ **উ: গ**

০৪. 'যে সহে সে রহে।' এর সমর্থক প্রবাদ কোনটি? [E -১৩-১৪]
ক. সবুরে মেওয়া ফলে খ. যার লাঠি তার মাটি
গ. জোর যার মুলুক তার ঘ. বুদ্ধি যার বল তার **উ: ক**

০৫. 'Like priest, like pupil' বাংলা প্রবচন- [খ, সেট ২: ১৪-১৫]
ক. যেমন কর্ম তেমন ফল খ. যেমন গাওয়া তেমন পাওয়া
গ. যেমন গুরু, তেমন চেলা ঘ. যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর **উ: ঘ**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উনপঞ্চাশ বায়ু' প্রবাদ-প্রবচনটির অর্থ কী? [G ১৭-১৮]
ক. স্বল্পায়ু খ. দীর্ঘায়ু গ. পাগলামি ঘ. দীর্ঘসূত্রিতা **উ: গ**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অতি দর্পে হত লঙ্কা' কোন ধরনের বাক্য? [B ১৯-২০]
ক. প্রচলিত খ. ধর্মকথা
গ. খনার বচন ঘ. প্রবাদ **উ: গ**

০২. 'পাওয়ার আগে ভোগের আয়োজন' কথাটির প্রবাদবাক্য কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. খাল কেটে কুমির আনা খ. ঝোপ বুঝে কোপ মারা
গ. ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো ঘ. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল **উ: গ**

০৩. 'খাস তালুকের প্রজা' প্রবাদটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮; কুবি B ১৮-১৯]
ক. নিঃস্ব ব্যক্তি খ. সৎ ব্যক্তি
গ. তোষামোদকারী ঘ. খুব অনুগত ব্যক্তি **উ: গ**

০৪. 'ভাড়ে ভবানী' প্রবচনের অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ক. ভাণ্ডার পরিচারিকা খ. পূর্ণ ভাণ্ডার
গ. নিঃস্ব অবস্থা ঘ. কৌতুকময়ী **উ: গ**

০৫. 'দক্ষিণে হাওয়া দেওয়া' প্রবাদটির অর্থ- [B ১৭-১৮]
ক. যার আছে তাকে আরও দেওয়া খ. যার নেই তাকে দেওয়া
গ. নিকট আত্মীয়কে সুবিধা দেওয়া ঘ. বিপদের পূর্বাভাস **উ: গ**

০৬. 'কপালগুণে গোপাল ঠাকুর' প্রবাদটির অর্থ কী? [C ১৭-১৮]
ক. অসুন্দরকে বেমানান ভাবে সজ্জিত করা খ. অযোগ্যের ভাগ্য গুণে বড় হওয়া
গ. ভালো কথার খারাপ ব্যাখ্যা ঘ. মূর্খ জ্ঞানীর কদর বোঝে না। **উ: খ**

০৭. 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে একসাথে' প্রবচনটির অর্থ কী? [১১-১২]
ক. মোগলদের সাথে বসে খাদ্য খাওয়া খ. উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তির সাথে বসে খাওয়া
গ. সুদিন ফিরে আসা ঘ. বিপদে পড়ে কাজ করা **উ: ঘ**

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোন প্রবাদটি শুদ্ধ? [১৭-১৮]
ক. এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না খ. এক মাঘে শীত যায় না
গ. এক গ্রীষ্মে শীত যায় না ঘ. এক শরতে শীত যায় না **উ: খ**

SELF TEST : MCQ

০১. 'মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়' প্রবাদটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মাছ পাওয়ার জন্য কামড় খ. ক্রোধে উদ্দেশ্য নষ্ট করতে উদ্যত হওয়া
গ. ছিপ ভেঙে ফেলা ঘ. নিজের উপর রাগ করা

০২. 'অসারের জল সার' উক্তিটির তাৎপর্য কোনটি?
ক. অসারত্ব খ. জলযোগে গ. দুর্বল ঘ. অবিবেচক

০৩. 'পর ঘড়ি পান্তা মারি' প্রবচনটির অর্থ-
ক. গোপন কাজ খ. উৎকট স্বার্থপরতা গ. হাড় হাভাতে লোক ঘ. দুরভিসন্ধি

০৪. কোনটি প্রবাদ?
ক. ননীর পুতুল খ. তামার বিষ গ. চড়াই উৎরাই ঘ. শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়

০৫. 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' প্রবাদের অর্থ-
ক. ভয় পাওয়া খ. চোখে অন্ধকার দেখা
গ. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা ঘ. অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা

০৬. 'গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া' প্রবচনটির যথার্থ-
ক. কষ্টের উপর আরো কষ্ট খ. দুরারোগ্য ব্যাধি
গ. আশা দিয়ে নিরাশ করা ঘ. বিপদে ফেলা

০৭. 'নানা মুনির নানা মত' প্রবাদটির অর্থ-
ক. নিজের ক্ষতি কেউ করে না খ. মিত্রতা বজায় রাখা
গ. ঐক্যের অভাব ঘ. আপন মানুষকে কেউ সম্মান করে না

০৮. 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' প্রবাদটির অর্থ কী?
ক. দুষ্টের যথার্থ শাস্তি খ. আঘাত দেওয়া গ. অপমান করা ঘ. শাস্তি দেওয়া

০৯. 'বড় গাছে নৌকা বাঁধা' এর অর্থ কী-
ক. বড় লোকের আশ্রয়ে থাকা খ. ঝড়ের রক্ষা করা গ. জব্দ করা ঘ. এলোমেলো

১০. 'আরশির মুখে পড়শিকে দেখা' প্রবাদটির অর্থ-
ক. নিজের মতো করে অন্যকে দেখা খ. বয়স্ক ব্যক্তির ছেলেমানুষি
গ. নিষ্ফল পরিশ্রম ঘ. অকারণে ঝামেলায় পড়া

১১. 'বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর' প্রবচনটির অর্থ কী?
ক. অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন খ. ক্ষমতাশালীর দম্ভ প্রকাশ
গ. যার কোনো ক্ষমতা নেই ঘ. বিষ নেই এমন সাপ

১২. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' প্রবাদটির অর্থ-
ক. অতিচালাক খ. অসাধারণ সৌজন্যবোধ গ. নির্বোধ ঘ. অভ্যন্তরীণ শত্রু

১৩. 'মেঘের ছায়া' প্রবচনটির অর্থ কী?
ক. অন্ধকার খ. ক্ষণস্থায়ী গ. বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘ. অশুভ লক্ষণ

১৪. 'অন্ধকে দর্পণ দেখানো' প্রবাদটির অর্থ কী?
ক. অন্ধকে জাগানো খ. সাহায্য করা গ. মস্করা করা ঘ. নির্বোধকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া

১৫. 'সূচ চলে না, বেটে চালায়' প্রবাদটি কোন অর্থে প্রযুক্ত?
ক. বৃহৎ কার্যের ভার নেওয়া খ. সূঁচ না চললে কিছুই চলে না
গ. কৌশলে বৃহৎ কার্য উদ্ধার ঘ. অযথা কষ্ট করা

OMR

15. ⓐⓑⓒⓓ	14. ⓐⓑⓒⓓ	13. ⓐⓑⓒⓓ	12. ⓐⓑⓒⓓ	11. ⓐⓑⓒⓓ
10. ⓐⓑⓒⓓ	09. ⓐⓑⓒⓓ	08. ⓐⓑⓒⓓ	07. ⓐⓑⓒⓓ	06. ⓐⓑⓒⓓ
05. ⓐⓑⓒⓓ	04. ⓐⓑⓒⓓ	03. ⓐⓑⓒⓓ	02. ⓐⓑⓒⓓ	01. ⓐⓑⓒⓓ

Answer

১৫.গ	১৪.ঘ	১৩.ঘ	১২.ঘ	১১.ক	১০.ক	০৯.ক	০৮.ক
০৭.গ	০৬.গ	০৫.গ	০৪.ঘ	০৩.গ	০২.ক	০১.খ	

SELF TEST : লিখিত

প্রশ্ন :

০১. প্রবাদ-প্রবচনের জনপ্রিয়তার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।
০১. প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর :

০১. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০২. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

CamScanner